E-CONTENT PREPARED BY

Mrs. RENUKA ADHIKARI
Assistant Professor
Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal
(Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act1 956)

E-Content prepared for students of

B.A Honours Semester-II in Bengali

Name of Course: Bangla Bhashar Itihas

(BAHBNGC202)

Topic of the E-Content- Dhwani paribartan:Dhwanir agam

ধ্বনির আগম

ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ধ্বনি কি তা জানতে হবে। ভাষার সবচাইতে ক্ষুদ্রতম অংশ হলো ধ্বনি। বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ আওয়াজই ধ্বনি। ভাষার প্রাণ হল ধ্বনি। ভাষা নদীর প্রবাহের মতো সর্বদা গতিশীল। নদী যেমন চলতে চলতে তার গতিমুখ পরিবর্তন করে ভাষাও তেমনি পরিবর্তন করে তার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। নদীর খাত বদলের মতো ভাষা নিয়মিত তার প্রকৃতি বদলায়। ধ্বনির প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। ভাষার ধ্বনি নিয়ে তার উচ্চারণ বা শ্রুতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধ্বনিকে বিচার করার প্রক্রিয়াকে বলে ধ্বনিতত্ত্ব। অর্থাৎ যে পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা হয় তাই হল ধ্বনিতত্ত্ব। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ঘটে দুইভাবে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। ধ্বনি পরিবর্তনের যেমন কতগুলি কারণ আছে তেমনি ধ্বনিপরিবর্তন কিছু নিয়ম মেনে হয়,এই নিয়মগুলিকে বলে রীতি বা সূত্র। ভাষাবিজ্ঞানীরা বিস্তৃত গবেষণায় ধ্বনির চারটি ধারা বা সূত্র কথা তুলে ধরেছেন।

ক। ধ্বনির আগম

খ। ধ্বনির লোপ

গ। ধ্বনির রূপান্তর

ঘ। ধ্বনির স্থানান্তর

আজ আমরা ধ্বনির আগম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

ধ্বনির আগমঃ অনেক সময় উচ্চারণের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শব্দের আদি, মধ্য এবং শেষে যদি কোন স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে, তাকে ধ্বনির আগম বলে।

ধ্বনির আগম দুইপ্রকার-

ক)স্বরধ্বনির আগম

খ)ব্যঞ্জনধ্বনির আগম

ক) স্বরধ্বনির আগমঃ- উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে, তাকে স্বরধ্বনির আগম বলে।

স্বরধ্বনির আগম তিন প্রকার-

ক) আদিস্বরাগম

খ) মধ্যস্বরাগম

গ) অন্ত্যস্বরাগম

ক) আদি স্বরাগমঃ শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, কখনো কখনো উচ্চারণের সুবিধার জন্য তার আগে একটি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে, তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন- স্কুল>ইস্কুল (স-ক+উ+ল> ই+স্+ক+উ+ল)

এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন 'স্ক' এর পূর্বে স্বরধ্বনি 'ই'এর আগম ঘটেছে।

অনুরূপ,স্পর্ধা>আস্পর্ধা, স্টেশন>ইস্টেশন, স্ত্রী>ইস্ত্রী।

খ) মধ্যস্বরাগমঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা ছন্দের প্রয়োজনে শব্দের মধ্যবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে, তাকে মধ্যস্বরাগম বলে। একে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

যেমন-রত্ন>রতন (র+অ+ত+ন>র+অ+ত+অ+ন)

এখানে 'ত্ন' এই যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে তার মধ্যে 'অ' এর আগম ঘটেছে ।

অনুরূপ, গ্লাস>গেলাস, ভক্তি>ভকতি, মুক্তা>মুকুতা

গ) অন্ত্য স্বরাগমঃ উচ্চারণের সৌন্দর্যের জন্য শব্দের অন্ত্যে কখনো কখনো স্বরধ্বনির আগম ঘটে, তাকে বলে অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন- কড়া>কড়াই (ক+অ+ড়+আ > ক+অ+ড়+আ+ই) এখানে শব্দের অন্ত্যে 'ই' স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে।

অনুরূপ উদাহরণ- বেঞ্চ>বেঞ্চি, দুষ্ট>দুষ্টু, সত্য>সত্যি, কানু>কানাই

অপিনিহিতিঃ শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি আগমনের একটি রীতি হল অপিনিহিতি।শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' কে আগেই উচ্চারণ করার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। এই নাম এবং সংজ্ঞা

দুই-ই দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

যেমন- 'ই' কারের অপিনিহিতিঃ আজি> আইজ(আ+জ+ই > আ+ই+জ) এখনে 'ই' ধ্বনিটি ছিল 'জ' এর পরে কিন্তু অপিনহিতির ফলে এই 'ই' ধ্বনিটি 'জ' এর আগে বসেছে। অনুরূপ উদাহরণ- রাত> রাইত, কালি> কাইল, করি>কইর‍্যা

'উ' কারের অপিনিহিতিঃ জালুয়া > জাউল্যা(জ+আ+ল+উ+য়+আ> জ+আ+উ+ল+য়+আ) এখানে 'জালুয়া' শব্দে 'উ' ধ্বনিটি 'ল' ধ্বনির পরে বসেছে কিন্তু অপিনিহিতির ফলে 'উ' ধ্বনিটি 'ল' ধ্বনির আগে এসেছে। অনুরূপ উদাহরণ- সাধু> সাউধ, মাছুয়া> মাউছয়া

ব্যঞ্জনাগমঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন শব্দের আদি,মধ্য এবং অন্ত্যে ব্যঞ্জন ধ্বনির ঘটে,তাকে ব্যঞ্জনাগম বলে।

ব্যঞ্জনাগম তিন প্রকার-

ক) আদি ব্যঞ্জনাগম

খ) মধ্য ব্যঞ্জনাগম

গ) অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম

ক) আদি ব্যঞ্জনাগমঃ শব্দের আদিতে বা শুরুতে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমনকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন- উই>রুই(উ+ই>র+উ+ই) এখানে শব্দের আদিতে ব্যঞ্জন ধ্বনি 'র' এর আগমন ঘটেছে। অনুরূপ, ওঝা>রোঝা, উপকথা>রূপকথা।

খ) মধ্য ব্যঞ্জনাগমঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমকে মধ্যবঞ্জনাগম বলে। যেমন- বানর>বান্দর(বা+আ+ন+অ+র> ব+আ++ন+দ+অ+র) এখানে শব্দের মধ্যে 'দ' ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটেছে।

অনুরূপ, অম্ল>অম্বল, পোড়ামুখী>পোড়ারমুখী

গ) অন্ত্যব্যঞ্জনাগমঃ শব্দের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমনকে অন্ত্যব্যঞ্জনাগম বলে। অনেক ভাবাবেগের কারণে অনেক সময় এই ধরণেরব্যঞ্জন আগম ঘটে থাকে।

যেমন- খোকা>খোকন (খ+ও+ক+আ > খ+ও+ক+অ+ন) এখানে 'খোকা' শব্দের অন্তে 'ন' ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটেছে। অনুরূপ, জমি>জমিন, দেবে>দিবেক

শ্রুতিধ্বনি হল ব্যঞ্জন ধ্বনিআগমনের আর একটি রীতি। পাশাপাশি দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ কালে অথবা অসতর্ক বশত দু'য়ের মাঝখানে একটি তৃতীয় ধ্বনির আগমন ঘটলে, তাকে বলে শ্রুতিধ্বনি।

শ্রুতি ধ্বনি দুই প্রকার-ক) 'য়' শ্রুতি খ)'ব' শ্রুতি এছাড়া দ-শ্রুতি হ-শ্রুতি প্রভৃতি শ্রুতিধ্বনিও আছে।

ক) য়-শ্রুতিঃ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণকালে উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য যদি দু'য়ের মাঝখানে 'য়' এর আগমন ঘটে, তাকে য়-শ্রুতি বলে। যেমন-শৃগাল>শিয়াল, সাগর>সায়র

খ) ব-শ্রুতিঃ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মাঝখানে উচ্চারণের সৌকর্যের জন্য যখন 'ব' ধ্বনির আগমন ঘটে, তাকে ব- শ্রুতি বলে। যেমন- অম্ল>অম্বল

দ-শ্রুতিঃ সুনর> সুন্দর, বানর> বান্দর। এখানে 'দ' এর আগমন ঘটেছে।

হ-শ্রুতিঃ বেআলা > বেহালা, বিপুলা> বেহুলা । এখানে 'হ' এর আগমন ঘটেছে।

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে-

১। মধ্যস্বরাগম কে কেন স্বরভক্তি বলা হয়?

২। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ধ্বনি পরিবর্তনের কোন রীতিটির সংজ্ঞাটি দিয়েছেন?

৩। রাখিয়া>রাইখ্যা কী ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন?

৪। উদাহরণসহ অন্ত্যস্বরাগম বিষয়টি বুঝিয়ে বল?

৫। শব্দের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমনের একটি উদাহরণ দাও।